

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
কেন্দ্রীয় ডিজিটাল বাণিজ্য সেল

ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্য নীতিমালা, ২০২৪

গটভূমি

সারা বিশ্বে ডিজিটাল বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। ডিজিটাল বাণিজ্য নিজ দেশের সীমান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ডিজিটাল বাণিজ্য ক্রমবর্ধমান একটি ক্ষেত্র। বিশেষ করে ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের সময় হতে ডিজিটাল বাণিজ্য ধারণার চেয়েও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারা দেশের শহর ও গ্রাম হতে নানা বয়সের মানুষ ডিজিটাল বাণিজ্যে উদ্যোক্তা হিসেবে যুক্ত হচ্ছে। ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে যুব নারীগণ এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত আগ্রসর। সাধারণ ভোক্তাগণের ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ডিজিটাল বাণিজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যময় অংশ ক্রস-বর্ডার বাণিজ্য। এক্ষেত্রে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ব্যবসায়িক মডেল। পরিবর্তন হচ্ছে ভোক্তাদের পছন্দ এবং উদ্যোক্তাদের বৈচিত্র্যময় উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া। উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা শিপিং, অর্থ লেনদেনের পদ্ধতি এবং বিতরণ ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রবেশে বাঁধা ও খরচ কমিয়ে খুচরা ও পাইকারী পর্যায়ের রপ্তানির সুযোগ অব্যাহত করা প্রয়োজন।

এ ধরনের ক্রস-বর্ডার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার পাশাপাশি উপস্থাপিত হচ্ছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে বিজনেস-টু-কনজিউমার (B2C) এবং কনজিউমার-টু-কনজিউমার (C2C) পর্যায়ের পণ্য ও সেবা পরিবহন ও অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মান ও নির্দেশিকা প্রতিপালনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক এসোসিয়েশনগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক দেশের সাথে অন্য দেশের পণ্য ও সেবা আমদানি ও রপ্তানি এবং পেমেন্ট প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে World Trade Organization (WTO), World Customs Organization (WCO), UNESCAP ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি দেশ। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৯৭১ সালের ১৩৪ ডলার হতে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে ২,৬৪৬ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া ২০০৬ সালে বাংলাদেশে ১৯১ টি দেশের মধ্যে ৫৮তম ছিল, বর্তমানে ২০২৪ সালে ৩৫তম অর্থনীতি হয়েছে এবং ২০৩৬ সালে ২৪তম অর্থনীতিতে পৌঁছানোর

লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৪৪.৫৯৬ বিলিয়ন ডলারের আমদানির বিপরীতে ৩৪.৪২ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি করেছিল, সেখানে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৭৮.২৯ বিলিয়ন ডলারের আমদানির বিপরীতে ৬৩.০৬ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি হয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্য সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ইহা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি যেখানে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণ সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।

আমদানি ও রপ্তানির সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন এবং প্রস্তাবিত জাতীয় আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো অনুসরণ করে ক্রস-বর্ডার বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা প্রণয়নের ফলে একদিকে যেমন ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ডিজিটাল কমার্স ফ্রেমওয়ার্কে সংযুক্ত হওয়া সহজ হবে, অন্যদিকে জাতীয় সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ বৈশ্বিক ডিজিটাল কমার্সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এ নীতিমালায় নিম্নোক্ত ০৮ (আট) টি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে:

১. ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্য ও সেবা বিশ্বের যেকোন দেশে প্রবেশ ও লেনদেন সহজীকরণ ও সরলীকরণ;
২. ক্রস-বর্ডার বাণিজ্য হতে কর ও রাজস্ব আহরণ;
৩. উন্নত ইলেক্ট্রনিক ডাটা এবং এর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
৪. পণ্য ও সেবার নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা;
৫. আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ ও উন্নীতকরণ;
৬. ডাটা সংগ্রহ, পরিমাপ ও বিশ্লেষণ;
৭. জনসচেতনতা তৈরি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং
৮. অংশীদারিত্ব।

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ডিজিটাল বাণিজ্য বিশেষতঃ ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্যের সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা আমদানি-রপ্তানি ও নিয়ন্ত্রণের এবং আর্থিক লেনদেন নির্বাহ এবং নিরাপদ করার লক্ষ্যে সরকার ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্য নীতিমালা, ২০২৪ প্রণয়ন করল।

অধ্যায় -১

শিরোনাম, প্রয়োগ ও কার্যকারিতা

১.০। শিরোনাম, প্রয়োগ এবং কার্যকারিতা:

১.১) শিরোনাম: এ নীতিমালা ‘ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্য নীতিমালা ২০২৪’ নামে অভিহিত হবে।

১.২) প্রয়োগ: এ নীতিমালা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হবে। এছাড়া বাংলাদেশে ব্যবসা করতে ইচ্ছুক এ রকম বিদেশি ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমভাবে এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

১.৩) কার্যকারিতা: এ নীতিমালা গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

অধ্যায় -২

সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.০। সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ সংজ্ঞাঃ

ক) ‘ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্য’ বলতে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে দেশের বাহির হতে পণ্য ও সেবা ক্রয় অথবা উপভোগ করতে ফরমায়েস প্রদান অথবা অন্য কোন দেশের গ্রাহক কর্তৃক বাংলাদেশের যে কোন ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য ও সেবার ফরমায়েস প্রদান, ব্যাংকিং ব্যবস্থা অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিসেবা ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশোধ এবং গ্রাহকের নিকট ফরমায়েসকৃত পণ্য ও সেবা পৌঁছানোকে বুঝাবে।

খ) “অনলাইন মার্কেট প্লেস বা ডিজিটাল বাণিজ্য প্লাটফর্ম” অর্থ ডিজিটাল কমার্স প্লাটফর্ম যাতে এক বা একাধিক বিক্রেতা কর্তৃক তাদের পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়ে থাকে এবং উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে সরবরাহ প্রদান হয়ে থাকে অর্থাৎ, এক্ষেত্রে মার্কেটপ্লেস পরিচালনাকারী ব্যক্তি কর্তৃক কোন পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করা হবে না এবং তাদের কোন বিক্রয়কেন্দ্র থাকবে না।

গ) ‘আমদানি নীতি আদেশ’ অর্থ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে সময়ে সময়ে জারীকৃত আমদানি নীতি আদেশ।

ঘ) ‘এস্কেফা’ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত মার্চেন্ট এ্যাকোয়ারিং ও এস্কেফো সেবা নীতিমালা, ২০২৩ এ উল্লেখিত এস্কেফা সিস্টেম।

ঙ) ‘ডিবিআইডি’ অর্থ ডিজিটাল বিজনেস আইডেনটিটি (ডিবিআইডি) রেজিস্ট্রেশন নির্দেশিকা, ২০২২ এ উল্লেখিত ডিবিআইডি।

চ) ‘পণ্য’ অর্থ যে কোন অস্থাবর বাণিজ্যিক সামগ্রী যাহা অর্থ বা মূল্যের বিনিময়ে কোন ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন অনলাইন মাধ্যমে ক্রয় করেন বা করতে চুক্তিবদ্ধ হন।

ছ) ‘সেবা’ অর্থ World Trade Organization-এর অধীন General Agreement on Trade in Services এ বর্ণিত সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী যে-কোনো সেবা।

২.২) লক্ষ্য:

ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধি করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখা।

২.৩) উদ্দেশ্য:

২.৩.১) দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাসহ সকল উদ্যোক্তার পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মার্কেট অন্বেষণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা;

২.৩.২) ডিজিটাল বাণিজ্য সেক্টরে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা;

২.৩.৩) আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী পণ্য ও সেবা আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা, এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;

২.৩.৪) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, পুলিশ বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ, বৈদেশিক মিশনসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বিভিন্ন বন্দর কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের সাথে সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

- ২.৩.৫) ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেন ও আমদানি-রপ্তানির মধ্যে সংযোগ ঘটানো;
- ২.৩.৬) ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা;
- ২.৩.৭) ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্যের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও মাত্রা নিরূপণ করা।

অধ্যায় -৩

ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্য এর সাধারণ নিয়মাবলী

- ৩.১) ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এ নীতিমালার আলোকে প্রণীত নির্দেশিকা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত সকল আইন ও বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে।
- ৩.২) ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে কোন নকল পণ্য বা ভেজাল পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কপিরাইট আইন ২০২৩, বাংলাদেশ ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯ এবং বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন ২০২৩ এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর বিধানাবলীও প্রয়োগ করা হবে।
- ৩.৩) কোন কল্লিত পণ্য বা ধারণাগত পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।
- ৩.৪) ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে কোন অনলাইন লটারী, জুয়া, বেটিং, গেমিং ইত্যাদির আয়োজন বা এর টিকেট বা টোকেন ইস্যু বা ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় করা যাবে না।
- ৩.৫) ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতিতে নিষিদ্ধ কোন পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।
- ৩.৬) কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিত কোন গিফট কার্ড, গিফট ভাউচার বা অর্থের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কোন কার্ড বা ডিজিটাল নম্বর বা মাধ্যম ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারবে না।
- ৩.৭) ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বিজনেস আইডেনটিটি (ডিবিআইডি) গ্রহণ করতে হবে।
- ৩.৮) ক্রস-বর্ডার বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৩.৯) ডিজিটাল মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল পার্সেল এর জন্য প্রয়োজনীয় বীমা সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় - ৪

রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী

- ৪.১) রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সহজতর করে ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানিকে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- ৪.২) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানিকে উৎসাহিত করা হবে।
- ৪.৩) ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানির ক্ষেত্রে এলসি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুরোধপত্র বা আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে রপ্তানির সুযোগ দেয়া হবে।
- ৪.৪) অনুরোধপত্র বা চুক্তির আওতায় রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানির অর্থ দেশে আনা বা মূল্য সমন্বয় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর আওতায় জারিকৃত বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে করতে হবে।
- ৪.৫) কটেজ, মাইক্রো, ছোট ও মাঝারি (সিএসএমই) ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্সেল রপ্তানির ক্ষেত্রে নীতিমালা সহজতর করা হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিচালনা নির্দেশিকা জারি করা হবে।
- ৪.৬) ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানির ক্ষেত্রে সাধারণ রপ্তানির মতো আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে ডিমড এক্সপোর্টকেও প্রণোদনার আওতায় আনা যাবে।
- ৪.৭) রপ্তানির ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী উদ্যোগে দেশের ভেতর ও বাহিরে প্রয়োজনীয় প্রসেসিং সেন্টার ও ওয়ারহাউস বা গোডাউন নির্মাণ করতে নীতি সহায়তা করা হবে এবং এর যথাযথ মনিটরিং করা হবে।
- ৪.৮) ড্রপ শিপিং ও অন্ট্রাপো এক্সপোর্ট এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ৪.৯) দেশে ও দেশের বাইরে প্রয়োজনীয় মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ৪.১০) ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানির লক্ষ্যে দেশের বন্দরসমূহের নিকটবর্তী এলাকায় পণ্য ও সেবা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিজিটাল বাণিজ্য রপ্তানি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এ রপ্তানি অঞ্চলগুলো রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যান্য রপ্তানি অঞ্চলগুলোর মতো সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে।
- ৪.১১) রপ্তানিকে উৎসাহ দেয়ার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় - ৫

আমদানি সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী

- ৫.১) ডিজিটাল বাণিজ্যে রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানি সহজতর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আমদানি প্রক্রিয়া সহজতর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৫.২) ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে ডি-মিনিমিস ভ্যালু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সমন্বয় করে যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করা হবে।
- ৫.৩) ডিজিটাল বাণিজ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় আমদানির ক্ষেত্রে সাধারণ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলের অনুরূপ সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।
- ৫.৪) ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে বিটুবি (B2B) এবং বিটুসি (B2C) আমদানিকে সহজতর করা হবে।
- ৫.৫) বিদেশী ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে অনলাইনে খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদেশী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে নিবন্ধন (ডিবিআইডি) গ্রহণ করতে হবে।
- ৫.৬) দেশের অভ্যন্তরে ডেলিভারির উদ্দেশ্যে পণ্যের বাস্ক আমদানি করা যাবে। তবে, এক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশ এবং বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এবং গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রাঙ্কেকশন, ২০১৮ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে আমদানির পেমেন্ট নিষ্পত্তি করতে হবে।
- ৫.৭) যেকোন আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ এবং বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।
- ৫.৮) ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বা ডিজিটাল বাণিজ্য প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য সংরক্ষণের সুবিধার্থে দেশের বিমান, স্থল এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের নিকটবর্তী এলাকায় ওয়ারহাউজ স্থাপন করা হবে এবং এ ওয়ারহাউজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।
- ৫.৯) আমদানিকৃত পণ্য ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত নিয়মকানুন ও উত্তম চর্চা অনুসরণ করতে হবে।

অধ্যায় - ৬

ক্রস-বর্ডার পেমেন্ট

- ৬.১) ডিজিটাল বাণিজ্যের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পেমেন্ট ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে এবং আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেমকে দেশের প্রচলিত পেমেন্ট সিস্টেম এর সাথে আন্তঃসংযোগ করা হবে।
- ৬.২) পেমেন্ট সিস্টেমে নির্ভরযোগ্যতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সমন্বয় করে ক্রস-বর্ডার এক্সেলারাইসার প্রচলন করা হবে।
- ৬.৩) নিবন্ধন প্রাপ্ত ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য রপ্তানি আয় আনয়ন এবং আমদানি ব্যয় পরিশোধ সহজতর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৬.৪) ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে আমদানি কার্যক্রমের বিপরীতে পরিশোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে সরকার এবং সকল অংশীজনের সাথে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করবে। পণ্য ও সেবা রপ্তানিমূল্য দেশে প্রত্যাভাসনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ ও এর আওতাধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বিধি বিধান প্রযোজ্য হবে।
- ৬.৫) রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বাহির হতে মূল্য পরিশোধ করা হলে এবং উক্ত অর্থ দেশে আনা হলে প্রয়োজনে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে।
- ৬.৬) কোন ক্রেতা কর্তৃক মার্কেট প্লেস অথবা ডিজিটাল প্ল্যাটফরম এর মাধ্যমে যে কোন পণ্য ও সেবা আমদানি করা হলে উক্ত পণ্য ও সেবা আমদানির মূল্য পরিশোধের সুবিধার্থে Bill of Entry অথবা Bill of Lading বা ইনভয়েসে সংশ্লিষ্ট ক্রেতার নামের সাথে উক্ত মার্কেট প্লেস অথবা ডিজিটাল প্ল্যাটফরমের নামও উল্লেখ করতে হবে। এধরনের পেমেন্টের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর আলোকে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন জারি করবে।
- ৬.৭) ডিজিটাল কমার্সের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি এবং তার বিপরীতে ক্রস-বর্ডার পেমেন্ট সহজ করা এবং এসংক্রান্ত যেকোন জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ইক্যাব, বেসিসসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে।

অধ্যায় - ৭

লজিস্টিকস ও ডেলিভারী

- ৭.১) ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ডাক বিভাগসহ দেশের কুরিয়ার সার্ভিসসমূহকে যুগোপযুগী করে এর ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- ৭.২) বাংলাদেশ বিমান, রেলওয়ে ও অন্যান্য পরিবহনের গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৭.৩) দেশীয় লাইসেন্সকৃত লজিস্টিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আন্তর্জাতিক পরিবহন ও ডেলিভারী কোম্পানিগুলোর সাথে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা হবে।
- ৭.৪) পণ্য ও সেবা ডেলিভারির ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল লজিস্টিক্স ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম (CLTP) প্রবর্তন করা হবে এবং তা সকল পেমেন্ট সিস্টেমের সাথে সংযোগ সাধন করা হবে।
- ৭.৫) দেশের বাহির হতে কোন ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য আমদানি করা হলে তা দেশের অভ্যন্তরে সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিমান, নৌ এবং সমুদ্র বন্দর এলাকায় ওয়ারহাউজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- ৭.৬) ডিজিটাল কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ক্রস-বর্ডার আইটেমের আমদানি ও রপ্তানির জন্য ডেডিকেটেড কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স চ্যানেল তৈরি করে এক্সপ্রেস শিপমেন্টের মাধ্যমে গ্রাহকদের দ্রুত ডেলিভারি নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যায় - ৮

অনলাইন বিজ্ঞাপন ও প্রমোশন

- ৮.১) বিদেশী কোন পণ্য ও সেবা কোন ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি করা হলে উক্ত পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন দেশের অভ্যন্তরে যে কোন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচার করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।
- ৮.২) দেশের অভ্যন্তরে কোন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিদেশী কোম্পানির বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।
- ৮.৩) বাংলাদেশে স্থাপিত কোন কোম্পানি ব্যতিরেকে বিদেশী বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না।
- ৮.৪) বাংলাদেশে বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্য সংযোজন কর, আয়কর ও অন্যান্য কর প্রযোজ্য হবে।

- ৮.৫) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ওটিটি সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা ও রেগুলেশন মেনে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে। কোন অবস্থাতেই এমন কোন পণ্য ও সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না যাহা ক্রয় ও বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং যাহা সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হতে বিরত থাকার নির্দেশনা রয়েছে।
- ৮.৬) কোন ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল মার্কেটের শৃঙ্খলা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অথবা সাধারণ ভোক্তা ও গ্রাহকগণ প্রভাবিত হতে পারে এমন কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবে না।

অধ্যায় - ৯

মূল্য সংযোজন কর, আয়কর ও ট্যারিফ

- ৯.১) ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্য ও সেবার উপর আরোপিত কর রেয়াতসহ অন্যান্য বিশেষ কর সুবিধাদি প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- ৯.২) মার্কেট প্লেস অথবা ডিজিটাল প্লাটফর্ম কর্তৃক যে কোন পণ্য ও সেবা আমদানি করার সময় Bill of Entry অথবা Bill of Lading বা ইনভয়েস এ সংশ্লিষ্ট ক্রেতার নামের সাথে উক্ত মার্কেট প্লেস অথবা ডিজিটাল প্লাটফর্মের নামও উল্লেখ করতে হবে। এজন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অটোমেটেড সিস্টেমের সাথে API এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মার্কেট প্লেস অথবা ডিজিটাল প্লাটফর্মের কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হবে।
- ৯.৩) আমদানীকৃত পণ্য ও সেবার উপর প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে।

অধ্যায় -১০

বিরোধ নিষ্পত্তি

- ১০.১) ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের আওতা বৃদ্ধি করা হবে।
- ১০.২) কেন্দ্রীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Central Complaint Management System) কে আরও যুগোপযোগী করে সকল বৈধ ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে তার সাথে সংযুক্ত করা হবে। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ রাখা হবে।

- ১০.৩) হয়রানি প্রতিরোধে ডিজিটাল মাধ্যমে অভিযোগ শুনানী ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হবে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে WCO/WTO অনুসৃত উত্তম চর্চা ও বিধি-বিধান অনুসরণ করা হবে।
- ১০.৪) ডিজিটাল বাণিজ্য যথাযথভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ কর্তৃপক্ষ গঠিত হলে তার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- ১০.৫) ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য Alternative Dispute Resolution (ADR) বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। এক্ষেত্রে UNCTAD বা WTO এর সহায়তায় কেন্দ্রীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে (Central Complaint Management System) Overseas Dispute Settlement এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় - ১১

বিক্রয় পরবর্তী সেবা ও ভোক্তা অধিকার

- ১১.১) ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিক্রয় পরবর্তী সেবা, মূল্য ফেরত, পণ্য ফেরত, ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবহিত করতে হবে।
- ১১.২) রপ্তানিকারককে রপ্তানিকৃত পণ্যের বিক্রয় পরবর্তী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ১১.৩) বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় পরবর্তী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশের যে কোন বৈধ ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে।

অধ্যায় - ১২

মেধাস্বত্ব সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী

- ১২.১) যে সকল পণ্য বা সেবার সাথে মেধাস্বত্বের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সেসকল পণ্য বা সেবা আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কপিরাইট আইন ২০২৩, বাংলাদেশ ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯ এবং বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন ২০২৩ এর বিধানাবলী মেনে চলতে হবে।

- ১২.২) মেধাস্বত্বের বিধান লঙ্ঘন করে কোন নকল পণ্য বা পাইরেটেড পণ্য ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অথবা অনলাইনে বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন বা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।

অধ্যায় - ১৩

সেবা রপ্তানি ও আমদানি ক্ষেত্রে বিশেষ বিধানাবলী

- ১৩.১) ডিজিটাল মাধ্যমে সেবা রপ্তানিকে উৎসাহিত করা হবে এবং এ বিষয়ে সকল ধরনের নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ১৩.২) দেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের মেধা বিকশিত হয়, এরকম সেবা আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ১৩.৩) সেবা রপ্তানির বৃদ্ধি করার জন্য বিদেশে প্রয়োজনীয় বাজার অন্বেষণ ও পণ্য বহুমুখীকরণের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে দেশের সকল ট্রেড এসোসিয়েশন এবং চেম্বারগুলোর সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় - ১৪

ব্র্যান্ডিং ও প্রচারণা

- ১৪.১) দেশীয় পণ্য ও সেবা এবং দেশীয় ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বাজারে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচার ও প্রসারে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- ১৪.২) সকল পর্যায়ে ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ নামে কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ১৪.৩) দেশীয় পণ্য, সেবা ও ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে বিদেশে পরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের সহায়তা গ্রহণ করা হবে।
- ১৪.৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাগুলোতে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে বাংলাদেশী ডিজিটাল প্ল্যাটফরমের পরিচিতি তুলে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- ১৪.৫) বাংলাদেশের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (জিআই) পণ্যসহ অন্যান্য পণ্যসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে বহল প্রচারের মাধ্যমে পরিচিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। জিআই পণ্য রপ্তানির বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে জিআই ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে।
- ১৪.৬) যেসকল পণ্য ও সেবা ডিজিটাল মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে, সেসকল পণ্য ও সেবার ক্যাটালগ প্রস্তুত করে বাংলাদেশ মিশনসমূহে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় - ১৫

দক্ষ জনবল তৈরী করা

- ১৫.১) ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে নিয়োজিত জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কসপ ও সেমিনারের আয়োজন করা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ১৫.২) ডিজিটাল বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা রপ্তানির লক্ষ্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়নপূর্বক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।
- ১৫.৩) যেসকল প্রতিষ্ঠান অনলাইন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেসকল প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করে তাদেরকে নীতি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ১৫.৪) অনলাইন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সাথে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায়-১৬

ডাটা সংগ্রহ, পরিমাপ ও বিশ্লেষণ

- ১৬.১) সরকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডিজিটাল বাণিজ্য সম্পর্কিত সকল তথ্য যেমনঃ আমদানি ও রপ্তানি চাহিদা এবং শিপমেন্ট, গ্রাহক তথ্য, পণ্য ও সেবার ধরণ ও পরিমান, বাজারের ধরণ ও অবস্থান, আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের তথ্য সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সংগৃহীত সকল তথ্যের নিরাপত্তাসহ যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

- ১৬.২) ডিজিটাল বাণিজ্য সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে এবং প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যের সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও ডাটা ইন্টার-অপারেবিলিটি নিশ্চিত করা হবে।
- ১৬.৩) অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দেশের উদ্যোক্তাদের বিশেষ নীতি সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ নেয়া হবে।

অধ্যায়-১৭

রিটার্ন ও রিফান্ড

- ১৭.১) পেমেন্ট অন ডেলিভারি পদ্ধতিতে গ্রাহক কর্তৃক পণ্য বা সেবা ফেরত এবং গ্রাহকের পরিশোধিত মূল্য ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের চুক্তিপত্র অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে।
- ১৭.২) কোন গ্রাহক অর্ডারকৃত পণ্য বা সেবার মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করলে এবং গ্রাহক কর্তৃক পণ্য বা সেবা বুঝিয়া পাবার পর পণ্য বা সেবার মান গ্রাহক কর্তৃক গৃহীত না হলে তা সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল মার্কেট প্লাটফর্ম বা ডিজিটাল মার্কেট প্লেস বা অনলাইন বিক্রেতা চুক্তিপত্র অনুযায়ী ফেরত নিতে বাধ্য থাকবে এবং পরিশোধিত সমুদয় মূল্য কোনরূপ শর্তারোপ ছাড়াই গ্রাহককে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।
- ১৭.৩) কোন ডিজিটাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা অনলাইন বিক্রেতা কোন মার্কেট প্লেস বা ডিজিটাল বাণিজ্য প্লাটফর্মের মাধ্যমে অথবা নিজে সরাসরি কোন গ্রাহককে ত্রুটিপূর্ণ, মেয়াদ উত্তীর্ণ বা নকল পণ্য প্রদান করলে তা ফেরত নিতে অস্বীকার করতে পারবে না এবং বিক্রিত পণ্য চুক্তিপত্র অনুযায়ী ফেরত বা পরিবর্তন করে দিতে অথবা পরিশোধিত মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। পরিশোধিত মূল্য গ্রাহককে ফেরত দেয়ার সময় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত সমুদয় অর্থই ফেরত দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্তনকৃত উৎসে কর ও ভ্যাট সংশ্লিষ্ট বিক্রেতা পরিশোধ করবে অথবা বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া, ক্রেতা যে মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করবে, সেই একই মাধ্যমে অর্থ ফেরত দিতে হবে।
- ১৭.৪) বিক্রিত পণ্য বা সেবার বৈশিষ্ট্য যদি ডিজিটাল কমার্স অপারেটর বা প্রতিষ্ঠান বা অনলাইন বিক্রেতার নিজস্ব ওয়েবসাইট বা মার্কেট প্লেস বা ডিজিটাল বাণিজ্য প্লাটফর্মে প্রদর্শিত পণ্য বা সেবার বিবরণীর সাথে অসামঞ্জস্য হয় সেইক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্য ফেরত নিয়ে ক্রেতাকে শুধুমাত্র ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

১৭.৫) রপ্তানিকৃত পণ্য ফেরত আসলে তা আমদানি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না এবং এর উপর পুনরায় শুল্ক-করাদি আরোপ করা যাবে না।

১৭.৬) আমদানিকৃত পণ্য ফেরত দিলে তা রপ্তানি হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না এবং এর উপর পুনরায় শুল্ক-করাদি আরোপ করা যাবে না।

অধ্যায়- ১৮ নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

১৮.১) এই নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ইক্যাব, বেসিসসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে।

১৮.২) আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কিত ঝুঁকি চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সকল ঝুঁকি নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
